তারিখ 27 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন

শিক্ষার মানও নিশ্চিত করা চাই

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বেতনের বৈষম্য কমিয়ে আনার দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন শনিবার। তাদের যুক্তি হচ্ছে– প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা বেতন পান গ্রেড-১১ অনুযায়ী; কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা হয় গ্রেড-১৪ অনুযায়ী। অতীতে বেতন স্কেলের পার্থক্য ছিল একটি এবং সেখানেই তারা ফিরে যেতে চান। আন্দোলনরত শিক্ষকদের অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষকদের বেতন আরও এক স্কেল ওপরে নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করছে। সোমবার শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে আলোচনার পর অনশনের অবসান ঘটে। তবে মন্ত্রীর কাছ থেকে কেবল আশ্বাস মিলেছে; বৈষম্য কমিয়ে আনার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের নিশ্চয়তা নেই– এমন অভিমত প্রকাশ করেছে অনশনরত শিক্ষকদের একটি অংশ। দাবি পূরণ না হলে শিক্ষকরা মাসখানেক পর ফের রাজপথে নামবেন, এমন হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তিন লাখ ৪৩ হাজারেরও বেশি। এদের মধ্যে দুই লাখ ১৫ হাজারেরও বেশি নারী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। আমরা জানি, যে কোনো দেশেই পড়াশোনার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ– মানসম্পন্ন শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ। অবকাঠামো সুবিধাও নিশ্চিত করা চাই। সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এখন প্রচুর সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; মূলত ধনবান ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সরকারি খাত থেকে প্রদানের নিয়ম চালু করেন। বহু বছর ধরেই সরকার থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয় সে জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে উপবৃত্তিও প্রদান করা হয়। কিন্তু এসব সুবিধার পরও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষকদের অনেকে শিক্ষাদানে মনোযোগী নয়– এমন অভিযোগ রয়েছে এবং তা অমূলক নয়। বেতন-বৈষম্য কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের বেতন-ভাতা আরও বাড়িয়ে দিলেই শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটবে, সেটা এখন পর্যন্ত দুরাশা বলেই শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রজীবনে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। এ জন্য বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বর্তমানের তুলনায় অনেক পরিমাণে বাড়াতে হলেও কার্পণ্য করা চলবে না। মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়েও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণে চাই একই মনোভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের দাবি ন্যায্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার বিষয়টির প্রতিও সর্বোচ্চ মনোযোগ দাবি করে।